

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাদানী জীবন রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

বনু নাষীর যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত বিধান সমূহ (الأحكام المستنبطة من غزوة بنى نضير)

- ১. ইসলাম আসার পূর্বে শিরক ও কুফরী থেকে ইহূদী বা নাছারা ধর্মে গমন করা জায়েয ছিল। কিন্তু ইসলাম আসার পরে সেটি নিষিদ্ধ হয়। এখন পৃথিবীতে কেবল ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম (আলে ইমরান ৩/১৯)।
- ২. জিহাদের প্রয়োজনে ফলদার বৃক্ষ ইত্যাদি কাটা যাবে' (হাশর ৫৯/৫)।[1]
- ৩. যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত নয়, বরং শত্রুপক্ষীয় কাফেরদের পরিত্যক্ত সকল সম্পদ ফাই (فع) এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যা পুরোপুরি রাষ্ট্রপ্রধানের এখতিয়ারে থাকবে। তিনি সেখান থেকে যেভাবে খুশী ব্যয় করবেন। অনুরূপভাবে খারাজ, জিযিয়া, বাণিজ্যিক ট্যাক্স প্রভৃতি আকারে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যা কিছু জমা হয়, সবই ফাই-য়ের অন্তর্ভুক্ত। জাহেলী যুগে নিয়ম ছিল, এ ধরনের সকল সম্পদ কেবল বিত্তশালীরাই কুক্ষিগত করে নিত। তাতে নিঃম্ব ও দরিদ্রদের কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে উক্ত সম্পদ নিঃম্ব ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে এবং পুঁজি যাতে কেবল ধনিক শ্রেণীর মধ্যে আবর্তিত না হয়, তার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (হাশর ৫৯/৬-৭)। সে মতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত ফাই কেবলমাত্র বিত্তহীন মুহাজির ও দু'জন বিত্তহীন আনছারের মধ্যে বন্টন করেন। কিন্তু কোন বিত্তবানকে দেননি। এর উদ্দেশ্য ছিল সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। উল্লেখ্য যে, গণীমত হ'ল ঐ সম্পদ যা যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়। যার এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয়। বাকী চার পঞ্চমাংশ ইসলামী সেনাবাহিনীর মধ্যে বণ্টিত হয়' (আনফাল ৮/১, ৪১)।
- 8. ইসলামী এলাকায় ইহূদী-নাছারাদের বসবাস নিরাপদ নয়। সেকারণ রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধ করলে তাদেরকে বহিষ্কারাদেশ ও নির্বাসন দন্ড দিতে পারে (হাশর ৫৯/২)।

ফুটনোট

[1]. এর অর্থ এটা নয় যে, সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য গাছ কেটে গুঁড়ি ফেলে রাস্তা বন্ধ করা যাবে। এটি নিষিদ্ধ। বরং সরকার রাষ্ট্রীয় বা সামরিক প্রয়োজনে এটা করতে পারে। শো'আয়েব (আঃ)-এর কওম মাপ ও ওয়নে কম দিত, রাস্তা বন্ধ করে রাহ্যানী করত ও জনগণকে কষ্ট দিত (আ'রাফ ৭/৮৫-৮৬)। সেকারণ তাদের উপর মেঘমালা আকারে আগুনের গযব নেমে আসে এবং এক নিমেষে সবাই জ্বলে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় (কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা শো'আরা ১৮৯ আয়াত; দ্রঃ নবীদের কাহিনী-১, ২৭১-৭৩ পৃঃ)।



👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন